আমাদের গ্রাম

সুনীল মাজি

আমাদের গ্রাম খুবই সাধারণ। ছোট খাটো
মেয়ের মতো চেহারা। পুবে পশ্চিমে লম্বা।
রোগাটে। ব্রণর মতো খানা-ডোবা। অবাঞ্ছিত
ঝোপঝাড়। ময়লাটে রং। আত্মীয় কুটুম্বরাও
আহামরি কিছু বলেনি কোনদিন। তবে
ঝমঝম বৃষ্টিতে সে স্নান করে যখন,
তখন এক অন্য লাবণ্য ফুটে ওঠে। বাঁশপাতার
আঁধার থেকে ভেসে আসে গান, আর গাছে
গাছে বেজে ওঠে পিনাক কানুন মঞ্জির শিঞ্জিনী...
কখনও রামধনু ফুটে উঠলে ফিতে বাঁধা কিশোরীর
চুলের ঘ্রাণে আমাদের গ্রামের সমস্ত বয়স্ক
পুরুষ ও নারী কোন্ জাদুমন্ত্রে পুত্রকন্যাদের
সম-মনস্ক হয়ে ওঠে!
পশ্চিমে বয়ে গেছে যে নদী তার বুকে
গামছা ও আঁচল পেতে তুলে নেয় জলের মোহর, মাছ
আর মহাভোজের আনন্দে গাঁয়ে যেন বিয়ের উৎসব...
বৃষ্টি এলে কনের মতো রাজকন্যে হয়ে ওঠে
আমাদের গ্রাম।

বুনন পর্ব

সুকান্ত সিংহ

পাঁচবেড়িয়া থেকে সয়লা গ্রামে আসার
মোরাম রাস্তার দু'পাশে কোথায় কোথায়
পান্থনিবাস আছে তা জানে কেবল দু'চার জন
সাইকেল চালক, তারা জানে কোথায় কোথায়
বসানো আছে পাখিদের নিজস্ব ডাকবাক্স।
ঐ সাইকেল চালকদের একজন আমাকে
স্পর্শ করেছিল রাস্তার মাঝেই
সেই থেকে অন্ধকার চিরে-এবড়ো - খেবড়ো
মোরাম রাস্তা পেরোনো আমার সাইকেলের
হ্যান্ডেলে বসা 'বেল'—ভুলে যাওয়া টর্চের কাজ করে চলে।

আমিও তোমারই মতো

প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

আমিও তোমারই মতো
গাছ নদী পাথর অক্ষর হতে চেয়ে
শোকসভার ঘোষকের মতো
চোখের পাতায় রত্নাবলী প্রহর রেখে
বাঙ্ময় শোক প্রস্তাব
তুলে দিই নির্জন বারান্দায়।

আমিও তোমারই মতো
পাতার প্রহর ঝরা রাত্রির বিষণ্ণতায়
মৌলির মতো খুঁজে বেড়াই
মরে যাওয়া পাতার হলুদ
হারিয়ে যাওয়া উজ্জ্বল জোয়ার, আর
নদীতটে রেখে আসা অনাগত ঢেউ।

আমিও তোমারই মতো
জীবন যন্ত্রণা সব লিখে রাখি
জলের অক্ষরে রাতের ক্লান্ত পালকে
ভাসানের মতো ম্লান চোখে, এখন
বাঁচিয়ে রেখেছি কিছুটা আগুন
অবশেষে নিজেকেই পোড়াব বলে।

শীতের পোস্টার

লক্ষ্মণ কর্মকার

শীতের পোস্টার থেকে হরফগুলি সরিয়ে নিয়েছে কেউ
উত্তুরে শীত প্রবেশ করতে পারে না এ ভাঙা উঠোনে
উদোম গায়ে বেবাক ছুটে বেড়ায় অকুলীন শিশুর দল
পথঘাট ছাড়িয়ে হাইরোডে উড়ন্ত ঘুড়িগুলি যেন
ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ছাদ জুড়ে রোদ পোহায়
লাল শালু লেপ, রিপু করা কাশ্মীরি শাল
ঠিকানাহীন শৈশব অবাক বিস্ময়ে ছাদ দেখে
আর হাততালি দিয়ে চিৎকার করেঃ পিঠে কবে হবে?